ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৭/০১/২০১৮ ।।

উদয়পুরে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি

উদয়পুর, ১৭ জানুয়ারী ।। নতুন ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করতে গোমতী জেলায় ভোটার সচেতনতা কর্মসূচিতে গত ১৫ জানুয়ারী মাতাবাড়ী ব্লকের গর্জি বাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাতাবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভিডিও প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং পথ নাটক অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ কর্মসূচি গত ১৬ জানুয়ারী কিল্লা ব্লকের জলেমা, নোয়াবাড়ী এবং রাইয়াবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমলপুরে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের কর্মসূচি

কমলপুর, ১৭ জানুয়ারী ।। কমলপুর মহকুমায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে ৬৯ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হবে। ২১ জানুয়ারী কমলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে মরাছড়ার কাঠিয়াবাবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সহায়তায় বর্ণাঢ্য র‍্যালী, ক্যুইজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ রাজ্য দিবস উদযাপন করা হবে। ২৩ জানুয়ারী নেতাজী জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও নেতাজী কর্ণারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সহায়তায় থাকবে নগর এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় সমূহ। ঐ দিনই সকালে রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সূচনা হবে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে। কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে মূল অনুষ্ঠানে সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মহকুমা শাসক মানিকলাল বৈদ্য। এরপর আরক্ষা বাহিনীর জওয়ান, স্কাউট ও গাইড এবং মহাবিদ্যালয়ের এন সি সি-র সদস্যরা কুচকাওয়াজে অংশ নেবে। মূল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।মূল অনুষ্ঠান শেষে মহকুমার বিভিন্ন হাসপাতালের রোগী ও সংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে ফল ও মিষ্টি।

বিশালগড়ে পথ নাটক

কমলপুর, ১৭ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমায় পথ নাটক সপ্তাহ উদযাপিত হয়। গতকাল মহকুমার ভদ্রাবতী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, কালাপানীয়া বাজার, লালসিংমুড়া বাজার, লালসিংমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, শিকাড়িয়া বাজার, ব্রজপুর বাজার, কামথানা বাজার, অরবিন্দনগর পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণ এবং বিশালগড় লালটিলা ব্লক চৌমুহনীতে পথ নাটকগুলি পরিবেশিত হয়। গার্হস্থ্য হিংসা, নারী নির্যাতন ও মাদকের কুফল নিয়ে সচেতনতা মূলক এই পথ নাটকগুলি পরিবেশন করে স্থানীয় চোখ নাট্য সংস্থা।

ধলাই জেলায় জেলা ভিত্তিক জাতীয় কৃমি নাশক দিবসের সূচনা

আমবাসা, ১৭ জানুয়ারী ।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় গতকাল ধলাই জেলার সালেমা কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় কৃমি নাশক দিবস উপলক্ষে জেলা ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা বলেন, স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের টিকাকরণ ও প্রতিষেধক খাওয়ানোর কর্মসূচির সুযোগ যাতে সবাই পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং জাতীয় কৃমি নাশক দিবস কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য, ধলাই জেলায় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৩৮ জনকে কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি তথা ধলাই জেলার শিক্ষা আধিকারিক সমীরণ মালাকার। স্বাগত ভাষণ দেন সালেমা কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অপু দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রণতি দাস।

আমবাসায় ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কমিটির সভা

আমবাসা, ১৭ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল জওহরনগর ধলাই জেলা শাসকের কার্যালয়ের সভাগৃহে জেলা ভিত্তিক ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কমিটির এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা শাসক বিকাশ সিং সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং, ধলাই জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, জেলার এস ডি এম ওগণ এবং বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি গণ। সভায় ধলাই জেলায় নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির করা ও স্বাস্থ্য নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন জেলা শাসক বিকাশ সিং ,ধলাই জেলার ম্যালেরিয়া কর্মসূচির জেলা আধিকারিক ডাঃ অ্যাপেলো কলই এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ।সভায় জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অ্যাপেলো কলই জানান ২০১৭ -র জানুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ধলাই জেলার বিভিন্ন গ্রামে ৬ হাজার ৩৭টি স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে। ৯৬ হাজার ৫ শত ৫ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছে।

সুস্থ মনের মানুষ থাকলে সংস্কৃতিবান সমাজ গড়ে উঠে - তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী ।। সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের মন সুস্থ রাখার চেষ্টা করছি। সুস্থ মনের মানুষ থাকলে একটা সংস্কৃতিবান সমাজ গড়ে উঠে। সেখানে নিরাপদে, শান্তিতে মানুষ বসবাস করতে পারবেন। সবার মধ্যে ঐক্য সংহতি বজায় থাকবে। এমন একটি সমাজ গড়ে তোলারই চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে লোক সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা একথা বলেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত লোক সংস্কৃতি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ছৌ এবং মুর্শিদাবাদের রাইবেশে, ওড়িশার সম্বলপুড়ি ও গুটিপুয়া, মধ্যপ্রদেশের রাই এবং গুদমবাজা, গুজরাটের সিদ্দিগামা এবং আসামের শিল্পীরা বিহু নাচ প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনার পর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা অংশগ্রহণকারী শিল্পী এবং কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের উপজাতিদের সংস্কৃতি, নৃত্য দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, লোক সংস্কৃতি হলো গণমানুষের সংস্কৃতি। শুধু গ্রাম পাহাড়ের মানুষই নয়, শহরের মানুষও এসব অনুষ্ঠান উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বর্ষব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে লোক সংস্কৃতি, যাত্রা প্রভৃতিও রয়েছে। এবছর রাজ্যের ১২০০ জায়গায় লোক সংস্কৃতি উৎসব করা হয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার লোকশিল্পী তাতে অংশ নিয়েছেন। যাত্রা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্যে যাত্রা উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া যন্ত্র সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য এসবেরও আয়োজন করা হচ্ছে। বহিঃরাজ্য থেকে শিল্পীগণ এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে মানুষের মন সুস্থ রাখার জন্য। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, দপ্তরের উদ্যোগে পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোক সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে প্রায় ২৬ হাজার শিল্পী অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার মহিলা। সব লোক শিল্পীদের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। বক্তব্য রাখেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য শিশির দেব। সবাইকে স্বাগত জানান পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য কুনাল ঘোষ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরুর আগে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা অংশগ্রহণকারী নৃত্য দলের দলনেতা এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য রমেন ঘোষকে স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

শান্তিরবাজারে পুর এলাকা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শান্তিরবাজার, ১৬ জানুয়ারী ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আজ শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে শান্তিরবাজার পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এর উদ্বোধন করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস। সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুবল দাস। প্রতিযোগিতায় শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে অনূর্ধ্ব ১৬ বছরের বালক-বালিকারা ফুটবল, ভলিবল, খো-খো, শটপাট, কাবাডি, বিভিন্ন বিভাগের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং টাগ অব ওয়ার ইত্যাদি ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক শূর। স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের স্পোর্টস অফিসার মিহির শীল।

বকাফার সুভাষ কলোনী পঞ্চায়েতে কৃষকদের সহায়তা

শান্তিরবাজার, ১৬ জানুয়ারী ।। বকাফা ব্লকের সুভাষ কলোনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। গত বছরের এম আই ডি এইচ স্কীমের মাধ্যমে ১৭ জন কৃষককে গ্রীষ্মকালীন শশা ও ঢেঁড়স চাষে এবং ১৪ জন কৃষককে শীতকালীন ফুলকপি ও মরিচ চাষে সহায়তা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ১৪ হাজার ৭৯১ টাকা। টি পি এস টিউবারলেট আলু এবং জ্যোতি আলু চাষে সহায়তা দেওয়া হয় ১৬ জন কৃষককে। এতে ব্যয় করা হয়েছে ৮ হাজার ৪৩৭ টাকা। বীজ ধান দেওয়া হয় ৯৮ জন কৃষককে। এর জন্য ৫ হাজার ৯৭০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিনামূল্যে ১৮০ কেজি হাইব্রীড ধানের বীজ দেওয়া হয় ৪৬ জন কৃষককে। শ্রীপদ্ধতিতে ধান চাষের আওতায় আনা হয় ৭৮ জন কৃষককে। এক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৭৭০ টাকা ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া, ভর্তুকীতে ২ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন, ২ জন কৃষককে পাম্প সেট এবং ৩ জন কৃষককে ধান নিড়ানীর যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

লক্ষ্মীছড়া ভিলেজে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির

শান্তিরবাজার, ১৬ জানুয়ারী ।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি জোলাইবাড়ি ব্লক এলাকার লক্ষ্মীছড়া এডিসি ভিলেজস্থিত আকাংমাবাড়ি জুনিয়র বেসিক স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে ৩৫ জনকে এস টি, ২৬ জনকে স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্র, ২১ জনকে বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট এবং ৪২ জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাছাড়া, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৬৫ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এই শিবিরে গবাদী পশু ও পাখির বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাণী পালকদের দেওয়া হয়। এতে ৩১টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। শিবিরে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভা

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী ।। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ ন্যাশানাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট-এর সদস্য ড. যোগেন্দ্র পাসোয়ানের উপস্থিতিতে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় স্টেট গেস্ট হাউসে। এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সচিব ডা: আর কে সারোয়াল, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং ও অধিকর্তা এল টি ডার্লং প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তপশিলী জাতি কমিশনের অধির্কতা এস কে সিং ও রিসার্চ অফিসার এ কে ভট্টাচার্য।

পর্যালোচনা সভায় তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। পি ও এ অ্যাক্ট ১৯৮৯-এর যথাযথ রূপায়ণ নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। পর্যালোচনা সভায় জনসচেতনতার লক্ষ্যে দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পি ও এ অ্যাক্ট ১৯৮৯-এর বাংলা পুস্তিকার প্রচার কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়ণ কমিশনের পক্ষ থেকে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন: সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী ।। আগামীকাল সেকেরকোট বাজার/ চৌমুহনীবাজারে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এবং আমতলী বাজারে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন এন্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন বিষয়ে সচেতনতামূলক/ প্রশিক্ষণ অভিযান এবং বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার বিষয়ে প্রদর্শনী হবে। ১৮ জানুয়ারী বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পেরবাজারে, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ইন্দিরাকলোনী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও দুর্গাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১৯ জানুয়ারী বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এম বি টিলা বাজারে, বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত দুর্গাচৌমুহনী বাজারে এই সচেতনতামূলক/ প্রশিক্ষণ অভিযান এবং বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ও ভিভিপ্যাটের ব্যবহার বিষয়ে প্রদর্শনী আয়োজিত হবে। সদর নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সাব্রুমে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত হবে

বিলোনীয়া, ১৬ জানুয়ারী ।। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সাব্রুমে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হবে। এদিন সকাল ১১টায় সাব্রুম টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনাচক্র। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার বসাক সহ বিশিষ্ট জনেরা আলোচনাচক্রে অংশ নেবেন। ষষ্ঠড্ডঅষ্টম শ্রেণী এবং নবমড্ডদ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ত্রিপুরা বিষয়ক ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আজ সাব্রুম বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জিত মালাকার।

খোয়াই জেলায় কৃমিনাশক কর্মসূচির সূচনা

খোয়াই, ১৬ জানুয়ারী ।। আজ পদ্মবিল ব্লকের বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সূচনা হল জেলা ভিত্তিক জাতীয় কৃমিনাশক কর্মসূচি। খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: পি কে মজুমদার। সভায় জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: এইচ দাড়িং, ডা: মলয় রুদ্রপাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জীতেন্দ্র শুক্লদাস। আগামী ১৮ জানুয়ারী খোয়াই জেলার পদ্মবিল ব্লক, তুলাশিখর ব্লক, খোয়াই ব্লক, খোয়াই পুর পরিষদ, তেলিয়ামুড়া ব্লক, কল্যাণপুর ব্লক, মুঙ্গিয়াকামী ব্লক ও তেলিয়ামুড়া পুর এলাকায় ১ থেকে ১৯ বছর বয়সের ৯৮ হাজার ৩৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হবে। জেলায় ১ হাজার ৪২টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, ৪৪৮টি বিদ্যালয় ও ৪টি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের এই ঔষধ খাওয়ানো হবে। এছাড়া, বিদ্যালয় বহির্ভূত ও যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ঐদিন ঔষধ খাওয়া থেকে বাদ যাবে তাদেরকে আগামী ২০ জানুয়ারী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে ঔষধ খাওয়ানো হবে বলে খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: পি কে মজুমদার জানান।

পশ্চিম জেলায় নতুন ৫৮,৮৮২ জনের বিভিন্ন সামাজিক ভাতা অনুমোদিত

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নতুন ৫৮ হাজার ৮৮২ জনকে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ভাতা দেয়ার জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে হেজামারা ব্লকে ৯৬০ জন, ডুকলি ব্লকে ৪০৫৮ জন, মান্দাই ব্লকে ৯৯৪, মোহনপুর ব্লকে ২৩৭৮, বামুটিয়া ব্লকে ৩৯৪৩ জন, লেফুঙ্গা ব্লকে ১৮১২, মোহনপুর পুর পরিষদে ১০৬৩ জন, জিরানীয়া ব্লকে ১১১০ জন, পুরাতন আগরতলা ব্লকে ১১৯৫ জন, বেলবাড়ী ব্লকে ৬০৩ জন, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতে ৩০১ জন, রানীরবাজার পুর পরিষদে ৯৭০ জন এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় রয়েছে ৩৫ হাজার ৪৯৫ জন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক এই তথ্য জানান। জিলা পরিষদের সভাগৃহে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শিক্ষা দপ্তরের জেলা শিক্ষা আধিকারিক জানান, গত মাস পর্যন্ত পশ্চিম জেলার ৩০৯৫ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেয়া হয়েছে। সভায় বিজ্ঞান প্রযুক্তি পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, গান্ধীগ্রাম এবং চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ কিলো ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। লেফুঙ্গা এবং হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ কিলো ওয়াটের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক জানান, গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম জেলার ৬টি স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।